নগর সংবাদ

নগর সংবাদ

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট
এলজিইডির একটি
ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ ৯ : সংখ্যা ৩৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

www.lged.gov.bd

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- শহর পরিচ্ছন্নতায় নতুন উদ্যোগ, হাজীগঞ্জবাসীর স্বস্তি
- আত্মনির্ভরশীল নারী পুরস্কার পেয়েছেন ২ ইউপিপিআর সদস্য
- রোকেয়া দিবস উপলক্ষে হাজীগঞ্জে র‍্যালী ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার জয়েন্ট রিভিউ মিশন কর্তৃক ইউজিআইআইপি-২ এর কার্যক্রম পরিদর্শন
- একটি টয়লেট একটি অধিকার: নিরাপদ, পরিচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকার
- ডিটিআইডিপি এর আওতাধীন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কাজের অগ্রগতি
- দরিদ্র নগরবাসীও এখন থেকে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা পাবে
- ফোরাম সচিবালয় থেকে
- জনতার মুখোমুখি হলেন সোনারগাঁও পৌর মেয়র
- তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেইর) প্রকল্প প্রণয়নের জন্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
- ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ - সাতক্ষীরা পৌর মেয়র
- ইউএন-ইএসসিএপি ওয়েস্ট কনসার্ন এর কারিগরী সহায়তায় কুষ্টিয়া পৌরসভায় কো-কম্পোস্টিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

ডেনমার্কের নব নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মিস হ্যানি ফুগল এসকজায়ের এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। এসময়ে ড্যানিশ সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি রিপোর্ট ও সম্পদ তালিকা হস্তান্তর করেন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান

নব নিযুক্ত ডেনমার্ক রাষ্ট্রদূতের এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শন

গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৩ ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত মিস হ্যানি ফুগল এসকজায়ের এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। এসময়ে তিনি প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাৎকালে মান্যবর রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ডেনমার্ক সরকারের অবদানের কথা উল্লেখ করেন, বিশেষ করে বিগত ২০ বছর যাবৎ এলজিইডিতে একাধিক প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, জেন্ডার সমতাকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদানের কথা স্মরণ করেন। এছাড়া সম্প্রতি এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যাদির বিষয়টিও সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে জানান। এ প্রসঙ্গে প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, ডেনমার্ক, বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ উন্নয়ন সহযোগী এবং বিগত ২০ বছর যাবৎ উপকূলীয় অঞ্চল যথা পটুয়াখালী, বরগুনা, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী জেলায় আরডিপি-১৬, আরডিপি-১৬, (ফেইজ-২), আরডিপি-২৩, এবং আরআরএমএআইডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করে এ ধরণের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রায় ৩৫০০০ দুঃস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করে এ ধরণের গ্রামীণ অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি উক্ত দুঃস্থ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সিডর, আইলা ও মহাসেন এর মত প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় জনজীবন বাস্তবমুখীকরণে ডানিডা অর্থায়নে "জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন পাইলট প্রকল্পটি" প্রায় ১৪.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অগ্রগতি ও কার্যকারিতা বিবেচনা করে আগামী দুই বছরের জন্য ৫০ মিলিয়ন ডেনমার্ক ক্রোনার এর সমপরিমাণ প্রায় ৭২ কোটি টাকা অর্থায়নে ডানিডা সম্মত হয়েছে।

আলোচনাকালে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে তাদের অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও সুশাসনের বিষয়টি উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, ডানিডা সাহায্যপুষ্ট সকল প্রকল্পের জন্য

পরবর্তী পৃষ্ঠা ২

সম্পাদকীয়

নগর উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিবেচনার এখনই সময়

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট সমুদ্রের পানির উচ্চতা, লবণাক্ততা, জলোচ্ছ্বাস ও সাইক্লোন বৃদ্ধি, উপকূলীয় এলাকাকে দারুণভাবে হুমকির মুখে ফেলেছে। এহেন বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নিচ্ছে। একইসাথে উপকূলীয় নগরসমূহের অপ্রতুল অবকাঠামো ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় সমগ্র জনপদ আজ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি।

বঙ্গোপসাগরের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে ৭১০ কিলোমিটারের দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেঃ বেড়ে যাবে এবং সেই সাথে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩০ সেঃমিঃ বৃদ্ধি পাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে ২০০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত অত্র এলাকার সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রতিবছর ৩ মিলিমিটার করে এবং পরবর্তি দশকে প্রতি বছর ৫ মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের ৮ শতাংশ এর বেশি নিম্নাঞ্চল ও প্লাবনভূমি আংশিক বা স্থায়ীভাবে লবণাক্ত পানিতে নিমজ্জিত হবে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে বিগত প্রায় ১৫ বছর যাবৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে লবণাক্ততা সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। এছাড়া উজান থেকে পানি প্রত্যাহার করার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও লবণাক্ত পানি দ্বারা দূষিত হচ্ছে। গত কয়েক বছরে শুধুমাত্র বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকায় লবণাক্ততার পরিমাণ ২ পিপিটি থেকে বেড়ে ৭ পিপিটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের সমুদ্রউপকুলীয় ১৯টি জেলায় বর্তমানে ৩৬.৮৩ মিলিয়ন লোক বাস করে। এর মধ্যে ৮.৫২ মিলিয়ন (২৩ শতাংশ) জনগণের বাস শুধুমাত্র নগর এলাকায়। আয়তনের দিক বিচেনায় উপকূলীয় অঞ্চলে নগর এলাকার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই নগর কেন্দ্রিক।

উপকূলীয় নগর এলাকায় জনগণের বসবাসের ধরণ, ঘনবসতি ও অপ্রতুল সহনশীল অবকাঠামো, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিকে অধিকতর বেগবান করবে, যা বিগত দুই দশকে জাতীয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও স্বাস্থ্যসেবাকে হুমকির মুখে ফেলবে। এসব নানাবিধ কারণে উপকূলীয় এলাকার পশ্চাৎপদ নগরগুলোতে নিরাপদ পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা অত্যন্ত কঠিন হবে পড়বে। তাছাড়া স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দুর্বলতা এসকল চ্যালেঞ্জকে অধিকতর স্থায়ী করবে।

উপকূলীয় এই বিশাল জনগোষ্ঠী ও তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। নগর এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় ৮টি ঝুঁকিপূর্ণ শহরে সীমিত পরিসরে কর্মকাণ্ড শুরু করলেও প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা। বিষয়টি বিবেচনার এখনই সময়। ■

নব নিযুক্ত ডেনমার্ক রাষ্ট্রদূতের এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শন

১ম পৃষ্ঠার পর

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতোপূর্বে অডিট হয়েছে, যা সন্তোষজনক। মান্যবর রাষ্ট্রদূত এলজিইডি কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিশীলতা ও মাননিয়ন্ত্রণে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ডানিডা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পে হিউম্যান রাইটস্ এর বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করেন। প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি'র প্রকৌশলীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অর্থায়নের জন্য মান্যবর রাষ্ট্রদূতকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রদূতকে শুকনো মৌসুমে মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের কাজ চলমান থাকা অবস্থায় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানালে তিনি সম্মত হন। এসময়ে রাষ্ট্রদূত ও প্রধান প্রকৌশলীর মধ্যে বিগত প্রকল্পের সমাপ্তি রিপোর্ট ও সম্পদ তালিকা হস্তান্তর করা হয়।

আলোচনা শেষে মাঠপর্যায় থেকে এলজিইডি সদর দপ্তরে আগত নারী এলসিএস কর্মীদের সঙ্গে মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাক্ষাত করেন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অভিহিত হন। ডানিডার অর্থায়নে উপকূলীয় অঞ্চলের অবহেলিত দুঃস্থ নারীদের জীবন যাত্রা ও মান পরিবর্তনে ভূমিকার জন্য আগতরা রাষ্ট্রদূতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রদূত ভবিষ্যতে উপকূলীয় দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন।

সাক্ষাৎকালে অন্যানাদের মধ্যে বাংলাদেশস্থ ডেনমার্ক দূতাবাসের হেড অফ কো-অপারেশন মি. মোজেনস স্ট্রাঞ্জ লারসেন ও সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব হারুন-উর-রশিদ এবং আরআরএমএআইডিপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান উপস্থিত ছিলেন। ■

আত্মনির্ভরশীল নারী পুরস্কার পেয়েছেন ২ ইউপিপিআর সদস্য

জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাংলাদেশের অনগ্রসর নারীদের সব সময়েই প্রণোদনা দিয়ে থাকে। অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিকভাবে নারীর ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর কাজের মূল্যায়ন করাই এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য। চলতি বছর এলজিইডি কর্তৃক আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে সম্মানিত হলেন ইউপিপিআর প্রকল্পভুক্ত ঢাকা ধলপুর বস্তির কমিউনিটি সদস্য সোনিয়া বেগম এবং নওগাঁ চকমুক্তার পশ্চিমপাড়া সিডিসি'র নারগিস বেগম।

স্বামী পরিত্যাক্তা সোনিয়া ২০০৯ সালে ইউপিপিআর-এর প্রাথমিক দলে যোগদান করেন। ২০১০ সালে ব্যবসা অনুদান হিসেবে ১০,০০০ টাকা গ্রহণ করে টেইলারিং শুরু করেন। আট সদস্যের পরিবারে তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ। পোশাক বিক্রি এবং বসতবাড়িতে বাগান করে আয় বৃদ্ধি করে। এভাবে কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে সোনিয়া ব্যবসা উন্নয়ন করে হস্তশিল্পে রূপ দান করেন। কমিউনিটির লোকজন তার এই সামর্থ্য ও মানসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথমে দলনেতা নির্বাচিত করে এবং এক বছরের মাথায় কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে মনোনীত করে।

দিনমজুর স্বামীর অনিয়মিত আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল নারগিসের পরিবার। প্রায়ই স্বামী-সন্তানসহ অভুক্ত থাকতে হতো। এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে নারগিস দৈনন্দিন বাজার খরচ থেকে ৫ টাকা করে জমাতে শুরু করেন। লক্ষ্য, কোনও একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করা। যখন তার সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩০০ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়, তখন ঐ টাকা দিয়ে হাঁস-মুরগীর ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু এ ব্যবসা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। এক পর্যায়ে ইউপিপিআর থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ৫০০০ টাকা সহায়তা পায়। এই টাকায় সে এক ধরণের খড়ি (চুলার জ্বালানী/স্থানীয়ভাবে এক একটা লাঠির সাথে গোবর দিয়ে তৈরি করে শুকিয়ে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়) ব্যবসা শুরু করেন। স্বামীর সহায়তা এবং এই ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে তিনি এখন স্থিতিশীল আয়ের লক্ষ্যে পৌছেছেন। ■

হাজীগঞ্জ পৌরবাসী অস্থায়ী ডাস্টবিন ব্যবহারে দিন দিন অভ্যস্ত হচ্ছে। শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট এধরণের উদ্যোগকে নগরবাসী স্বাগত জানিয়েছে

শহর পরিচ্ছন্নতায় নতুন উদ্যোগ, হাজীগঞ্জবাসীর স্বস্তি

বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধান প্রায় প্রতিটি পৌরসভার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জমি অধিগ্রহণ, বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা, শহর সৌন্দর্য, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে শহরের বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা বর্তমানে জটিল আকার ধারণ করেছে। হুমকির সন্মুখীন হচ্ছে নগরের পরিবেশ। বাংলাদেশের অন্যান্য পৌরসভার মত চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ পৌরসভার দৈনন্দিন নগর চিত্রটিও এমন। যত্রতত্র ফেলা নোংরা আবর্জনায় শহরের সৌন্দর্য ও দূষণমুক্ত স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত। নগরবাসীর দৈনন্দিন পুরোনো অভ্যাস থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে পৌর মেয়র নতুন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়টি সামধানের চেষ্টা করেন। কাউন্সিলরদের সাথে আলোচনা শেষে অস্থায়ী ডাস্টবিন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন ।

ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পভুক্ত এ পৌরসভা গত জানুয়ারী ২০১৩ সালে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে শহরের ১০টি জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে ৪৭টি অস্থায়ী ডাস্টবিন স্থাপন করে। এসকল ডাস্টবিন স্থাপনের ফলে পৌরবাসীর মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন নগরবাসী যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে না। তারা অস্থায়ী ডাস্টবিনগুলো ব্যবহারে ক্রমাগত অভ্যস্ত হয়ে উঠছে বলে পৌর মেয়র জানান।

একসময়ের নোংরা জঞ্জালের শহর বলে পরিচিত হাজীগঞ্জের বর্তমান চিত্র বদলাতে শুরু করেছে। জনগণ ময়লা আবর্জনা ফেলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছে। একারণে জনমনে এক প্রকার স্বস্তিও লক্ষ্য করা যায়। মেয়র আরও জানান, অস্থায়ী ডাস্টবিনের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে কারণে হাজীগঞ্জ পৌরসভা এ ডাস্টবিন স্থাপনের কাজ চলমান রেখেছে। যার ধারাবাহিকতায় গত নভেম্বরেও শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরও ৮টি অস্থায়ী ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়। পৌরসভার নিজস্ব পরিচ্ছন্ন কর্মীরা এসব বিনে ফেলা ময়লা আবর্জনা দৈনিক একবার করে অপসারণ করে থাকে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত এ ধরণের উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণের মধ্যদিয়ে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে থাকে ইউজিআইআইপি-২। ■

ঢাকা ধলপুর বস্তির সিডিসি'র সদস্য সোনিয়া বেগম

নওগাঁ চকমুক্তার পশ্চিমপাড়া সিডিসি'র সদস্য নারগিস বেগম

হাজীগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে রোকেয়া দিবস পালন

রোকেয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন হাজীগঞ্জ পৌর মেয়র জনাব আব্দুল মান্নান খান

'নারীরা যেন তাদের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে এবং পুরুষের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সুন্দর জীবন যাপন ও নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে আত্মনির্ভরশীল হয় সে ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে'। নারী উন্নয়নের অগ্রপথিক মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার জন্মদিবস উপলক্ষে হাজীগঞ্জ পৌরসভা আয়োজিত ইউজিআইআইপি-২ এর জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের ষান্মাসিক র‍্যালী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পৌর মেয়র জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান খান এ কথা বলেন।

রোকেয়া দিবস উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৩। হাজীগঞ্জ পৌর মেয়র জনাব আব্দুল মান্নান খান এর নেতৃত্বে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে র‍্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌর চত্বরে এসে শেষ হয়।

র‍্যালী শেষে পৌরসভায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেন্ডার কমিটির চেয়ারপার্সন, শাহান আরা বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র আরও বলেন, পিছিয়ে পড়া অবহেলিত নারী সমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য হাজীগঞ্জ পৌরসভার চাহিদার বিবেচনা করে ইউজিআইআইপি এর আওতায় জেন্ডার এ্যাক্শন প্ল্যান প্রণীত হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি, সিবিও এবং পৌরসভার স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হয়েছে।

সভায় বেগম রোকেয়া দিবসের ভূমিকা ও তাৎপর্য, নারীর উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা ও আদর্শ সমাজ, জেন্ডার, জেন্ডার সমতা, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারী ও নারী উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান, নারী নেতৃত্ব বিকাশ ও নারী উন্নয়নে এ পর্যন্ত প্রকল্পের অর্জন বিষয়ে আলোচনা হয়।

অন্যান্যদের মধ্যে জেন্ডার কমিটির চেয়ারপার্সন শাহান আরা বেগম, পৌর সচিব জনাব আমিনুল ইসলাম ও জেন্ডার কমিটির সদস্য সচিব জনাব কেশব চন্দ্র রায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার জয়েন্ট রিভিউ মিশন কর্তৃক ইউজিআইআইপি-২ এর কার্যক্রম পরিদর্শন

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার জয়েন্ট রিভিউ মিশন ইউজিআইআইপি-২ এর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে নীলফামারী পৌরসভায় অনুষ্ঠিত বিশেষ টিএলসিসি সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করছেন ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ

গত ০৭ থেকে ০৯ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার জয়েন্ট রিভিউ মিশন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রকল্পভুক্ত নীলফামারী, গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শন করে। এসময়ে তারা মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করে। একই সাথে মিশন নীলফামারী, গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জে বিশেষ টিএলসিসি সভায় অংশগ্রহণ করে সদস্যদের সাথে গৃহীত কার্যক্রম, প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য এবং ইউজিআইএপি সংক্রান্ত বিষয়ে মত বিনিময় করে।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি ঢাকার সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে কেএফডব্লিউ ঢাকা অফিসের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দসহ প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ মিশনে অংশ নেন। পরবর্তীতে গত ২১ নভেম্বর ২০১৩ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত র‍্যাপ-আপ সভায় প্রকল্পের কার্যক্রমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

একটি টয়লেট একটি অধিকার: নিরাপদ, পরিচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকার

টয়লেট শেষে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিষয়ে এখন অনেক বস্তিবাসিই সচেতন

"আমগো প্রায় আধাঘন্টা হাঁইটা পায়খানায় যাইতে হইত। হ্যার লাইগা রাইতের বেলা আমি, আমার মাইয়ারা কেউই পায়খানায় যাইতাম না।" কথাগুলো বস্তিবাসী ডলি আক্তারের। স্বামী সন্তান নিয়ে কড়াইতলা বস্তিতে থাকেন প্রায় ১২ বছর ধরে। ডলি আক্তারের তিনটি কন্যাসন্তান। রাত হলেই ভয় তাকে আকড়ে ধরে। বস্তিবাসী মেয়েরা প্রায়ই যৌন হয়রানির শিকার হয়। যার অধিকাংশই ঘটে রাতের বেলা। তাই সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে বেরোনোর কথা ভাবতেই পারেন না ডলি আক্তার। ডলি আক্তারের মতো বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের অধিক মানুষ উন্নততর পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষকে মলত্যাগের জন্য খোলা জায়গা, ঝুলন্ত টয়লেট, বালতিতে অথবা দূরত্বে গিয়ে মলত্যাগ করতে হয়। প্রতি বছর বর্ষার পর এসমস্ত টয়লেটের পিট মেরামতে খরচ হয় প্রায় ৪০০০ টাকা (প্রায় ৫০ ডলার)। দেশে যেখানে ৮০ লাখেরও বেশী মানুষ প্রতিদিন দুই ডলারের নীচে উপার্জন করে সেখানে এই ধরণের অকার্যকর টয়লেটসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করাই দায় হয়ে পড়ে।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য খাতে প্রতি বছর আনুমানিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৪.২ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এছাড়াও কম পানি খাওয়ায় মুত্রনালীর সংক্রমণ এবং পানিশূন্যতা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতি বছর হাজার হাজার নারী ও শিশু অস্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের ফলে অসুস্থতাজনিত কারণে ৩১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয় বাংলাদেশ।

২০০৯ সাল থেকে ইউপিপিআর নগর বস্তিবাসীর উন্নয়নে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য অনুদান, বাচ্চাদের স্কুলগামী করতে শিক্ষা সহায়তা, শিক্ষানবীশ, নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, উন্নত পিট ল্যাট্রিন স্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করে আসছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ডলির মতো ১ লাখ ৪০ হাজারের বেশী মানুষ নতুন উন্নত টয়লেটের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। এখন প্রতি তিনটি পরিবারের জন্য একটি করে টয়লেটের ব্যবস্থা রয়েছে। তারা নিজেরাই পর্যায়ক্রমে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করে থাকে, যার কারণে এসব এলাকায় আগের তুলনায় অনেক কম মানুষ অসুস্থ হয়।

উন্নত স্যানিটেশন সেবা প্রাপ্তিতে ডলির মত অসংখ্য পরিবার এখন স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছে। একইসাথে নারীদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা তৈরির মাধ্যমে উন্নত পরিবেশে বসবাসের সুযোগ পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে নগর দরিদ্রদের চাহিদার ওপর কম গুরুত্ব দেয়া হলেও এই অবস্থার উন্নয়ন এবং ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে স্যানিটেশন বিষয়ক সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর আরও বেশী মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। ■

ইউজিআইআইপি-২ভুক্ত ফরিদপুর পৌরসভার উদ্যোগে প্রকল্প সহায়তায় উন্নীত পৌর শেখ রাসেল পার্ক, শিশুদের বিনোদনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পিপিপি এর আওতায় নির্মিত এ প্রকল্পটি ঢাকার ওয়াভার ল্যান্ড কোম্পানীর সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করছে। ১৩ একর জমির ওপর নির্মিত পার্কে ১৩টি মজার রাইড রয়েছে। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় শিশুদের জন্য বিনোদনের এটিই সবচেয়ে আধুনিক পার্ক।

ঝিনাইদহ পৌরসভার জন্য প্রণীত ড্রাফট মাস্টার প্ল্যান এর ওপর অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

ডিটিআইডিপি এর আওতাধীন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কাজের অগ্রগতি

পরিকল্পিত নগরায়ণের উদ্দেশ্যে মাস্টার প্ল্যানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০০৮ সালে ২২টি জেলা পর্যায়ের পৌরসভা এবং পরবর্তীতে ২০১১ সালে ২টি সিটি কর্পোরেশনের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। মাস্টার প্ল্যান এর ওপর মাঠ পর্যায়ের চূড়ান্ত মতবিনিময় শেষে ২০টি পৌরসভার চূড়ান্ত মাস্টার প্ল্যান গেজেটভুক্তকরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট ১টি পৌরসভা (কিশোরগঞ্জ) ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের (রংপুর ও কুমিল্লা) ড্রাফট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। চলতি বছর এপ্রিল মাসের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক আশা প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে চূড়ান্ত মাস্টার প্ল্যান ও চলমান কাজের তথ্যাদি ব্যবহার করে এলজিইডি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ শুরু করেছে। ■

দরিদ্র নগরবাসীও এখন থেকে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা পাবে

ইউপিপিআর নগরকেন্দ্রিক দরিদ্র কমিউনিটির চাহিদা নির্ণয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে। এ কাজ করতে তহবিল পরিচালনার জন্য উপকারভোগীদের মধ্যে চেক ইস্যু করে অর্থ প্রদান করতে হয়। চেক অনুমোদনে প্রয়োজন হয় মেয়রের স্বাক্ষর। চেকটি পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন থেকে সংগ্রহ করতে হয় উপরকারভোগীদেরকে, যা বর্তমান ডিজিটাল যুগে অনেকটা পুরোনো ধাচের এবং সময়সাপেক্ষ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ইউপিপিআর প্রকল্প গত ২৬ নভেম্বর ২০১৩ ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড (ডিবিবিএল)-এর সাথে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে সাভার এবং টাঙ্গাইলের উপকারভোগীদের মধ্যে ডিবিবিএল মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে অনুদানের অর্থ হস্তান্তর করবে। অনুদান অনুমোদনের পর উপকারভোগীরা নিকটবর্তী কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার, যা ডিবিবিএল-এর এজেন্ট পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে, অথবা ডিবিবিএল-এর যে কোন শাখা ও এটিএম বুথ থেকে অনুদানের টাকা তুলতে পারবে।

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রকল্প এবং উপকারভোগীদের মধ্যে প্রকল্পের অর্থ সহায়তা প্রদান অনেক দ্রুত ও সহজতর হবে বলে প্রকল্প পরিচালক আশা প্রকাশ করেন। একইসাথে নগরকেন্দ্রিক দরিদ্রদের আর্থিক সেবাসমূহে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও ব্যাংকের অন্যান্য সেবাসমূহে উপকারভোগীদের প্রবেশাধিকার যেমন ইউটিলিটি প্রদান, টপ-আপ ফোন ক্রেডিট ইত্যাদি সহজতর হবে। ■

ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ - সাতক্ষীরা পৌর মেয়র

৮ম পৃষ্ঠার পর

অধীনে জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাতক্ষীরা পৌরসভা ইভটিজিং প্রতিরোধে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরম উৎকর্ষের যুগে আজকের পৃথিবীর উন্নয়নে নারীর ভূমিকা যেখানে সমান, সেখানে ইভটিজিং এর মত সমস্যা প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরাপদ জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এজন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী বলে পৌর মেয়র অভিমত প্রকাশ করেন। ■

ফোরাম সচিবালয় থেকে

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ক্লাস্টারসমূহে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল সংগঠনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বাংলাদেশ আরবান ফোরামের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অংশ হিসেবে ৮টি থিমেটিক ক্লাস্টার নির্ধারণ করে আরবান সেক্টরের স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পছন্দ মাফিক ক্লাস্টারে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহপত্র আহবান করা হয়। গত ৩১ অক্টোবর ২০১৩ এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সারাদেশ থেকে সরকারি, বেসরকারি, উন্নয়ন সহযোগীসহ শতাধিক প্রতিষ্ঠান আগ্রহপত্র পাঠায়। যারা এখনো আগ্রহী তারা বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অংশ হিসেবে অচিরেই ফোরামের সচিবালয় ৬২, পশ্চিম আগারগাঁওস্থ এলজিইডি কার্যালয়, ঢাকা-১২০৭ এ স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে। গত ১২ অক্টোবর, ২০১৩ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

'সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর' এই প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবার অংশগ্রহণে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম বাংলাদেশের সামগ্রিক নগরায়ণের ধারা সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করতে পারবে বলে নেতৃবৃন্দ মনে করেন। সেই লক্ষ্যে, ৮টি ক্লাস্টার গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে এবং সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ২য় সম্মেলন আগামী মার্চ, ২০১৪ এ আয়োজন করার জন্য সচিবালয় কাজ করছে। ■

সিআরডিপির আওতায় সোনারগাঁও পৌরসভায় "জনতার মুখোমুখি মেয়র" শীর্ষক উন্মুক্ত সভায় মেয়র জনাব আলহাজ্ব সাদেকুর রহমান নাগরিকদের প্রশ্নের জবাব দেন

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প প্রণয়নের জন্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ৯ নভেম্বর ২০১৩, বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনার পর সভায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পিপিটিএ পরামর্শকদের সমীক্ষায় ব্যবহৃত ক্রাইটেরিয়া নীতিগতভাবে সভায় অনুমোদিত হয় এবং উক্ত ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে প্রণীত শর্টলিস্ট থেকে যোগ্যতানুযায়ী (ইন অর্ডার অব মেরিট) প্রথম ২২টি পৌরসভা যথা: চাঁপাই নবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রোকোনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নওগাঁ, লক্ষীপুর, শাহাজাদপুর, শেরপুর, মাগুরা, রাজবাড়ী, লাকসাম, জয়পুরহাট, মুক্তাগাছা, রাঙামাটি, ছাতক, বেড়া, মেহেরপুর, নবীনগর, ঈশ্বরদী, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাটকে সরাসরি ইউজিআইআইপি-৩ এ অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়।

ইউজিআইআইপি-২ এর তৃতীয় ধাপে অন্তর্ভুক্ত ৯টি জেলা শহরের মধ্যে নীলফামারী, চুয়াডাঙা, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পৌরসভাকে ইউজিআইআইপি-৩ এ অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও আঞ্চলিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে যশোর পৌরসভা, বেনাপোল স্থলবন্দরের বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বেনাপোল পৌরসভা, ক্রমবর্ধমান ও দ্রুত নগরায়ণের ফলে নগরসমূহের ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে দেশের একমাত্র নির্বাচিত নারী মেয়র কর্তৃক পরিচালিত রাজশাহী চারঘাট পৌরসভা, অনগ্রসর ও দ্রুতবর্ধনশীল এবং পরিকল্পিত নগরায়ণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যেই প্রণীত মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) সফল বাস্তবায়নের জন্য গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভাকে ইউজিআইআইপি-৩ এ অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এসকল পৌরসভাকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন আয়বর্ধক, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও দক্ষতাবৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পরবর্তী মূল্যায়নে সফলতার ভিত্তিতে এদের চূড়ান্ত অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হবে।

পিপিটিএ প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভার সভাপতি জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। তিনি কর্মপরিকল্পনা (ওয়ার্কপ্ল্যান) অনুযায়ী অন্যান্য কাজ সঠিক সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। ■

কুষ্টিয়া পৌরসভায় কো-কম্পোস্টিং কার্যক্রম

৮ম পৃষ্ঠার পর

পরিশোধন করে জৈব সার উৎপাদন করা হবে এবং পরিশোধিত পানি কৃষি কাজে ব্যবহার করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, উৎপাদিত জৈব সারের ব্যবহার মাটিতে পিএইচ এর মাত্রা কমানো এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেন এর মত "গ্রীন-হাউস গ্যাস" নিঃসরণের হার কমাতে সাহায্য করবে।

সভা শেষে অতিথিবৃন্দ স্যানিটারী ল্যান্ডফিল এরিয়াতে একটি বৃক্ষ রোপন করেন। ■

জনতার মুখোমুখি হলেন সোনারগাঁও পৌর মেয়র

গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৩, সোনারগাঁও পৌরসভায় দরপত কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও সিডা এর সহায়তাপুষ্ট নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর আওতায় ইউজিআইএপি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে "জনতার মুখোমুখি মেয়র" শীর্ষক এক উন্মুক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ নানা শ্রেণী পেশার লোক তাদের কাংখিত সেবা প্রাপ্তি, প্রত্যাশা ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সরাসরি মেয়রের সাথে কথা বলেন।

সভায় ইউজিআইএপি বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান কর্মক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরবর্তীতে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে পৌরসেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি বিষয়ে উপস্থিত নাগরিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন মেয়র আলহাজ্ব সাদেকুর রহমান। এক প্রশ্নের জবাবে মেয়র বলেন, পৌরসভার কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টির জন্য নাগরিকদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। আর এভাবে সকলের অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতেই সোনারগাঁও পৌরসভার কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। সভায় নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের জন্য তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপস্থিত পৌরবাসীও পৌর এলাকার যে কোনও উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে মেয়রকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে।

১নং ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর জনাব জসিম উদ্দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন। ■

কুষ্টিয়া পৌরসভায় কো-কম্পোস্টিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন শেষে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মেয়র জনাব আনোয়ার আলী

ইউএন-ইএসসিএপি ওয়েস্ট কনসার্ন এর কারিগরি সহায়তায় কুষ্টিয়া পৌরসভায় কো-কম্পোস্টিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

গত ২৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে কুষ্টিয়া পৌরসভার বাড়াদীস্থ স্যানিটারী ল্যান্ডফিল এরিয়াতে কো-কম্পোস্টিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইউএন-ইএসসিএপি এর ইকোনোমিক এ্যাফেয়ার্স অফিসার লরেঞ্জো সান্টুসি। পরবর্তীতে কুষ্টিয়া পৌর মেয়র জনাব আনোয়ার আলীর সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মি. লরেঞ্জো সান্টুসি বলেন, আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করতে এবং শহরের আবর্জনা ও মলমূত্র থেকে উচ্চমান সম্পন্ন জৈব সার উৎপাদনের যে পরিকল্পনা নিয়ে কুষ্টিয়া পৌরসভা এগিয়ে চলেছে, তা একদিন সফল হবেই।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কুষ্টিয়া পৌরসভার প্যানেল মেয়র জনাব মতিয়ার রহমান মজনু, সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (এসটিআইএফপিপি-২) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এস. কে. আমজাদ হোসেন, ওয়েস্ট কনসার্ন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ. এইচ. এম মাকসুদ সিনহা ও পরিচালক ইফতেফার এনায়েতুলাহ।

সভাপতির বক্তব্যে কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব আনোয়ার আলী বলেন, বাড়াদীস্থ স্যানিটারী ল্যান্ডফিল এরিয়াতে ইতোপূর্বে দুটি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট ও স্যানিটারী ড্রাইং বেড নির্মাণ করা হয়েছে। এবারে স্যানিটারী ড্রাইং বেডের সাথে যুক্ত হলো কোকোয়া পিট ফিল্টার, যাদের সমন্বিত ব্যবহারিক প্রয়োগে সেপটিক ট্যাংক ও পিট ল্যাট্রিনের বর্জ্য *পরবর্তী পৃষ্ঠা ৭*

ইভ টিজিং প্রতিরোধে সাতক্ষীরা পৌরমেয়রের নেতৃত্বে মানববন্ধনে সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে

ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ - সাতক্ষীরা পৌর মেয়র

নারীর নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামাজিক ব্যাধি ইভটিজিং নির্মূল ও প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের সহায়তায় সাতক্ষীরা পৌরসভা বেশ কিছু কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় গত ১০ নভেম্বর ২০১৩ অনুষ্ঠিত হলো মানববন্ধন কর্মসূচী। পৌর মেয়র জনাব এস এ আব্দুল জলিল এর নেতৃত্বে এ মানবন্ধন কর্মসূচিতে জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও পৌর এলাকার বিভিন্ন মসজিদ, মন্দিরে এবিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে প্রতি ওয়ার্ডে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে প্রতি সভাতেই আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। সভায় কিশোরী ও নারীদের সুরক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে অনুপ্রাণিত করা হয়। পৌরসভার উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, পার্ক ও প্রাণসায়ের খালের ওপর নির্মিত পুলে আড্ডা থেকে বিরত থাকার জন্য সচেতনতামূলক প্রচার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পৌর মেয়র পৌর নারীদের যে কোনও সমস্যায় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নারী কাউন্সিলরদের বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করাসহ প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

উল্লেখ্য দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প ২ এর

পরবর্তী পৃষ্ঠা ৬

সম্পাদক : মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক, ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল – ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৫৯৩৭৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১২০৪৭৬, ই-মেইলঃ se.urban@lged.gov.bd, সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত